তদন্ত প্রতিবেদন

১. ভূমিকাঃ

টঙ্গী বিসিক শিল্প নগরীর টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেড-এ ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখের দুর্ঘটনায় প্রাণহানির বিষয়ে তদন্তের জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৪৪ তম কমিশন সভায় নিম্নরূপ তদন্ত কমিটি গঠিত হয়:

• মোঃ নজরুল ইসলাম	আহ্বায়ক
• বেগম নূরুন নাহার ওসমানী	সদস্য
• অধ্যাপক আখতার হোসেন	সদস্য
• এনামুল হক চৌধুরী	সদস্য
• সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস)	সদস্য
• সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন প্রকৌশলী/ কাঠামো বিশেষজ্ঞ	সদস্য
• মোঃ শরীফ উদ্দীন, পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	সদস্য সচিব

তদন্ত কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

ক) টঙ্গীস্থ বিসিক শিল্প নগরীর টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেডের দুর্ঘটনার কারণ নিরূপণ এবং দায়ী ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ;

খ) দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুপারিশ প্রণয়ন;

গ) ভবিষতে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন; এবং

ঘ) অন্যান্য সুপারিশ (যদি থাকে)।

২. তদন্তের পদ্ধতি:

- দুর্ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন;
- গণশুনানি গ্রহণ;
- তথ্য ও রেকর্ড পত্র পর্যালোচনা;
- আহত শ্রমিক এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি গ্রহণ;
- বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ;
- অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা পরিদর্শন; এবং
- অন্যান্য তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

৩. কারখানার অবস্থান:

টঙ্গী বিসিক শিল্প নগরী, টঙ্গী স্টেশন রোড সংলগ্ন উড়াল সেতুর একশত গজ দক্ষিণে অবস্থিত। প্রধান সড়ক ঘেঁষে এই শিল্প এলাকার পশ্চিম অংশে প্রায় তিন বিঘা জায়গা জুড়ে টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেড-এর অবস্থান। এর উত্তর দিকে সোনালী ব্যাংক, দক্ষিণ দিকে নেক্সজেন পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার লিঃ, সামনের দিকে হীড হস্তশিল্প ও

ম্যানোকো মোটরস। পশ্চিমে কারখানার সীমানা প্রাচীরের পরে একটি সরু রাস্তা, রাস্তা ঘেঁষে কিছু আবাসিক বাড়ি ঘর। তারপর রেললাইন। প্রধান ফটক কারখানা এলাকার পূর্ব দিকে অবস্থিত।

৪. ঘটনার প্রাথমিক বিবরণ ও তদন্ত কমিটির কার্যক্রম:

৪.১। ১০ সেপ্টেম্বর শনিবার টঙ্গী বিসিক শিল্প নগরীতে অবস্থিত টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেড নামের ওই কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর আগুন ধরে যায়। এতে পাঁচ তলা কারখানা ভবন এবং পাশের দুটি তিন তলা ভবন ধসে পড়ে। এই কারখানায় অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পেপার তৈরি হতো। ভয়াবহ এই বিস্ফোরণে এ পর্যন্ত ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর নিখোঁজ রয়েছেন ১০ জন।

৪.২। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত উপর্যুক্ত সংবাদটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কমিশনের ৪৪ তম সভায় উক্ত কারখানায় দুর্ঘটনায় প্রাণহানির পরিপ্রেক্ষিতে একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। অক্টোবর ২০১৬ মাসের ৩ তারিখে তদন্ত কমিটি তার প্রথম সভায় বুয়েট থেকে একজন কাঠামো বিশেষজ্ঞ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কেমিক্যাল বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্তকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তৎপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক ড. মো. ফকরুল আমীন, কাঠামো বিশেষজ্ঞ, বুয়েট ও অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল আজিজ, ডিন, বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উক্ত সভায় দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন, গাজীপুরে Industrial Relations institute অফিসের সম্মেলন কক্ষে গণশুনানি গ্রহণ এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর দুর্ঘটনাস্থল এবং অপর তিনটি কারখানা পরিদর্শন শেষে কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে কমিটি এই প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে। এই প্রতিবেদন প্রণয়নকালে তিনিটি সংস্থার তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়।

৫. সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য ও দাখিলকৃত কাগজাদি:

৮/১০/২০১৬ তারিখে কমিটি গণশুনানিতে সংশ্লিষ্টদের নিম্নোক্ত জবানবন্দী গ্রহণ করে:

৫.১ মোসাঃ বিলকিস আরা, স্বামী- ইসমাইল হোসেন, বাড়ি-সিরাজগঞ্জ:

স্বামী প্রিন্টিং অপারেটর হিসাবে কাজ করতেন। আমার চারটা মেয়ে। তিন দিন পর অর্থাৎ ঈদের আগের দিন আমার স্বামীকে কারখানার ওয়ালের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয়। মালিক পক্ষ কোন যোগাযোগ করেননি। জেলা প্রশাসন থেকে ২০ হাজার টাকা পেয়েছি। কেন দুর্ঘটনা হয়েছে তা জানি না।

৫.২ নাজমা বেগম, স্বামী-মনোয়ার হোসেন, শরিয়তপুর:

স্বামী টাম্পাকোতে মেকানিক ছিলেন। ভাসুরের কাছে এসে খবর পেয়ে আমি ঢাকা মেডিকেলে গিয়ে আমার স্বামীকে পাই। ঢাকা থেকে ধানমন্ডি নর্দান মেডিকেলে নিয়ে যাই। ঈদের দিন সে মারা যায়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ৫০ হাজার টাকা পাই। মালিক পক্ষ কোন যোগাযোগ করেনি। কোন টাকা দেয়নি। দুর্ঘটনার কারণ আমি জানি না।

৫.৩ মোঃ রোকন, পিতা-কিনাই চৌধুরী। টাম্পাকোর ইলেক্ট্রশন হেলপার:

সকাল ৫.৫০ টায় শব্দ শুনেছি। তারপর মাথার উপর ভবনের অংশ বিশেষ ভেঙ্গে পড়ে। এরপর আমার আর জ্ঞান ছিল না। চিকিৎসার খরচ ঢাকা মেডিকেল থেকে পেয়েছি এবং কিছু নিজেরাও দিয়েছি। শরীরের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঢাকা মেডিকেলে ৯ দিন ছিলাম। পরে টঙ্গী মেডিকেলে ৭ দিন ছিলাম। ঘটনার কারণ সঠিক বলতে পারছি না। মালিক পক্ষ থেকে কোন সহযোগিতা পাইনি।

৫.৪ মোঃ ফেরদৌস আলম (৩০), পিতা-মোঃ মফিজুর রহমান, লালমনিরহাট:

আমি টাম্পাকো ফয়েলস লিঃ-এর মেশিন অপারেটর। ভোর ৫ টায় মেশিন বন্ধ করেছি। কোম্পানিতে নতুন একজন ভারতীয় প্ল্যানিং ইঞ্জিনিয়ার যোগদান করেছেন। তিনি আগে বের হতে নিষেধ করেন। ৬ টা বাজার তিন মিনিট

আগে শব্দ শুনতে পাই এবং ২০ হাত দূরে ছিটকে পড়ি। উঠার চেষ্টা করি কিন্তু উঠতে পারি না। বাম হাত, বাম পা ও পেটের বাম পাশে ব্যাথা পেয়েছি। বাঁচার জন্য চেষ্টা করি। ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে পা বের করতে পারি। সামনের দিকে পকেট গেট দিয়ে বের হই। গ্যাসের লাইনের লিক ছিল। ঘটনার দিন সকালে গ্যাসের গন্ধ পেয়েছি। ইন-চার্জকে বিষয়টি জানানো হয়। ১০ মিনিট আগে প্রচন্ড গন্ধ পেয়েছিলাম। সকাল বেলা ইন-চার্জ তিতাসকে জানান কিন্তু ফোন করা অবস্থায় তিনি বিস্ফোরণে মারা যান। ইন-চার্জ সুভাষ, জেনারেটর অপারেটর আনিস সেদিন বিস্ফোরণে মারা যান। রাইজারের ছিদ্র মেরামত করা হলে এই ঘটনা হত না। তবে টেলিফোন করা অবস্থায় ইন-চার্জ মারা যান। দুর্ঘটনা ঘটলে কি করতে হবে তা প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। তবে তখন তারা সময় পায়নি। ৩-৪ তলায় কেমিক্যাল ছিল। কারখানায় কেমিক্যাল আছে তা জানানো হয়েছে। হাসপাতালে কোয়ালিটি ম্যানেজার নিয়ে যায়। ঢাকা মেডিকেলে দুই দিন ঔষধ দেবার পর বাইরে থেকে কিনতে বলে। ঘটনার দিন এম. ডি. দেখতে গিয়েছিলেন। মালিক পরে আর কোন যোগযোগ করেন নি। জেলা প্রশাসন ১০ হাজার টাকা দিয়েছে।

৫.৫ নার্গিস আক্তার:

আমার স্বামী ৫ বছর ধরে চাকরির জন্য ঘুরছিলেন। ৪ মাস হল চাকরি নিয়েছেন। সেদিন বাইরে থেকে শুনি, কারখানায় আগুন লেগেছে। আমার স্বামী কারখানার ভিতর থেকে বাঁচাও বলে চিৎকার করেন। কিন্তু, পরে কোথাও স্বামীর লাশ পাইনি। কেউ কোন সাহায্য দেয়নি। এম. পি. আমাকে ৫ হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

৫.৬ শাহেরা আক্তার মৌসুমী, স্বামী-মিজানুর রহমান বাবু, কাউন্সিলর, টঙ্গী:

ঘটনার সময় সকাল প্রায় ৬ টা। আমি বিস্ফোরণের শব্দ শুনে সাথে সাথে ঘটনা দেখার জন্য যাই। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সেখানে যান। আমি বয়লার যে পরিচালনা করে, তার সাথে কথা বলি। সে বলে যে, বয়লার বিস্ফোরণে এটি হয়নি। গ্যাসের যে পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে, তা তৈরির পর আর পরিবর্তন করা হয়নি। অতিরিক্ত গ্যাসের চাপে সেটি হয়েছে। যেহেতু বয়লারে এবং এর সাথে রক্ষিত তেলের ড্রামটি অক্ষত রয়েছে, সে জন্য আমার ধারণা গ্রাসের লাইনের জন্য এটি হয়েছে। তখন আশেপাশের কারখানা বন্ধ ছিল।

৫.৭ মফিজুল হোসেন, পিতা- হাজী আলীমুদ্দিন, টঙ্গী, (জাতীয় শ্রমিক লীগ টঙ্গীর আইন বিষয়ক সম্পাদক):

টাম্পাকো কারখানা ১৯৭৮ সালে তৈরি হয়। কারখানায় শ্রম আইন মানা হয় না। শ্রমিকদের ID কার্ড নেই। শ্রমিকদের ইউনিয়ন করতে দেওয়া হয়নি। বেতন সময়মত দেওয়া হত। বেতন একটু বেশী ছিল। গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড ছিল না। ৩য়-৪র্থ তলায় কেমিক্যাল ছিল। কোন সিঁড়ি ছিল না। শ্রমিকদের নিরাপত্তা ছিল না। মালিক পক্ষ নিহত/আহত লোকদের কোন খোঁজ খবর নেয়নি । শ্রমিক ছাড়াও যারা আহত ও নিহত হয়েছেন তাদেরও কোন খোঁজ খবর নেয়নি। গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রেসার কম থাকায় পাইপের মাধ্যমে গ্যাস নেওয়া হয় চাপ বাড়ানোর জন্য। এর জন্য বিস্ফোরণ হতে পারে। পরে কেমিক্যালের কারণে আগুন ছড়িয়ে গেছে।

৫.৮ তানিয়া, পিতা- আব্দুল মতিন, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ:

আমার বোন আসমার ১ মাস ১০ দিন আগে বিয়ে হয়েছিল। সে দিন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দেয়াল ভেঙ্গে তার উপর পড়ায় তিনি মারা যান। মেডিকেল থেকে তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। জেলা প্রশাসন থেকে কোন টাকা পাইনি।

৫.৯ নারগিস আক্তার, স্বামী-মৃত আবু রায়হান লাকি:

টাম্পাকোর কারখানায় পাশে আমার বাড়ি। পরে কারখানা হয়। দেওয়াল ভেঙ্গে আমার বাড়িতে পড়ে। ১২ টি টিন সেড রুম ভেঙ্গে গেছে। বাড়িতে ৪৭ টি কক্ষ। এখন ভাড়াটিয়া নেই। ফায়ার সার্ভিসের পানি দেওয়ার সময় ঘরের চালা ভেঙ্গে যায়। এখন খুব অসহায় অবস্থায় আছি। ১৫ দিন ক্লাব ঘরে ছিলাম। খাবার পানি ছিল না। বিভিন্ন সংগঠন সাহায্য করেছে। আমি শুনেছি যে, কারখানায় অনেক কেমিক্যালের ড্রাম ছিল। কেমিক্যালের ড্রাম থাকায় আগুন দ্রুত

ছড়ায়। বিস্ফোরণ হবার সাথে সাথে আমরা সবাই বের হয়ে যাই। বের হবার পর ২০-৩০ মিনিট পর দেয়াল ভেঙ্গে আমার বাড়ির উপর পড়ে। কেউ বলে গ্যাসের জন্য, কেউ বলে বয়লার বিস্ফোরণ হয়েছে। আমার ছেলে ফায়ার সার্ভিসে ফোন করে। সাথে সাথে গাড়ি আসে।

৫.১০ মোঃ সাত্তার, পিতা-মোঃ কিতাব আলী, থানা-নান্দইল, ময়মনসিংহ (০১৭৭৯৮৫৬৯৩০):

আমি টাম্পাকো ফয়েলস লিঃ-এ ক্লিনার হিসাবে কর্মরত ছিলাম। সকালে এসে দেখি কারখানায় আগুন জ্বলছিল। অফিসের লোকজনের কাছে শুনি, গ্যাসের লাইনে সমস্যার জন্য বিস্ফোরণ হয়।

৫.১১ মোঃ মিকাইল, পিতা-সৈয়দ মাসুদ আল, ফরিদপুর (০১৭১৮৭২৭৯১):

গ্যাসের গন্ধ পাবার সঙ্গে সঙ্গে ইন-চার্জ ফোন করেন। ফোন করা অবস্থায় দুর্ঘটনা ঘটে। আমার নিয়োগপত্র ছিল। একটি ফরম পূরণ করে দিয়েছিলাম। বিস্ফোরণ হবার ১০-১৫ মিনিট পর আগুন লাগে। দুইটি বয়লার অক্ষত রয়েছে। মালিকের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছি।

৫.১২ কবির হোসেন, পিতা- কাশেম আলী, থানা-মনহরদী, নরসিংদি (০১৭২৬০৬০৪২০):

ক্লিনার হিসাবে সাড়ে তিন বছর ধরে কাজ করেছি। ঘটনার দিন আমি কারখানায় ঢুকার পরেই দুর্ঘটনা ঘটে। জেলা প্রশাসন থেকে ১০ হাজার টাকা পেয়েছি। মালিকের কাছ থেকে আমি কোন টাকা পাইনি।

৫.১৩ বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শেখ মোঃ শহীদুল্লাহ:

গত ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ইং তারিখ ভোর ৫.৫০ মিনিট সময় প্রচন্ড একটি শব্দে আমার ভবনটি কেঁপে উঠে। পূর্ব পার্শ্বের জানালা দিয়ে দেখতে পাই, টাম্পাকো কারখানার পূর্বাংশে কালো ধোয়া বের হচ্ছে। সাথে সাথে আমি মোবাইল নিয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসে খবর দেই। তৎক্ষণাৎ আমি ঘটনাস্থলের পশ্চিমাংশে গিয়ে দেখি, কারখানাটির ৩য় তলায় ৩ টি জানালা দিয়ে বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার করে হাত দেখাচ্ছে ১৫/১৬ জন লোক। আমি ও.সি. টঙ্গী থানাকে ঘটনাটি অবহিত করে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বাহিনী এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর অনুরোধ করি। পাশাপাশি আমার ২ জন কর্মচারী সজিব ও হামিদ এবং টোকাই উন্নয়ন সোসাইটির কারখানা সংলগ্ন উত্তরাংশে একটি বাঁশের মই দিয়ে সাবল হামার জানালা দিয়ে ভিতরে পাঠাতে সক্ষম হই। কিন্তু, পূর্ব দিক থেকে প্রচন্ডভাবে কালো ধোয়ার এবং আগুনের তাপে টিকতে না পেরে মিলন, সবিচ ও ফালু নেমে আসে।

ঐ সময় ফায়ার সার্ভিসের ৩ টি ইউনিট আগুন নিভাতে আমার বাড়ী সংলগ্ন একটি ডোবা থেকে পানি সংগ্রহ করায় সহযোগিতা করি। ফায়ার সার্ভিস আগুনের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে সাথে সাথে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে। এ সময় উত্তরাস্থ অন্যান্য মোট ২৫ টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ চালিয়ে যায়। গাজীপুরের ডি. বি. আক্তারুজ্জামান, ঢাকা বিভাগীয় ডি. ডি. মোঃ মোজাম্মেল হক, টঙ্গীর সিনিয়র অফিসার মোঃ সেলিম মিয়াকে তদারকি করতে দেখতে টঙ্গী থানার ও. সি.-দের ঘটনার ভয়াবহতা অবহিত করা হলে মাত্র এক জন এ. এস. আই. শাহজাহান এবং ২ জন কনস্টেবল পাঠায়। এরপরও পুনরায় তাকে বহু লোক হতাহতের ঘটনা জানানোর ১ ঘণ্টা পরে সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।

ঘটনাস্থলে আমি নিজে ৫০ শয্যা হাসপাতালের আর. এস. ও. পারভেজ হোসেন, শ্রমিকলীগ নেতা মতিউর রহমান বিকস, লিলিফত মালিক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সাহাবুদ্দিন সাহা, সিটি কর্পোরেশন এর ভারপ্রাপ্ত মেয়র আসাদুর রহমান কিরণ, কাউন্সিলর আবুল হোসেন, শ্রমিকলীগ নেতা, এ. কে. এম. গিয়াসউদ্দিন খান, ঐক্য পরিষদের কামরুজ্জামান হেলাল, জোট কর্সি নার্গিস আক্তার, শ্রমিক লীগ নেত্রী রেহেনা বেগম আহত নিহতদের উদ্ধার কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। পরে একে শ্রমিকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির বেগম সামসুল নাহার ভুইয়া স্থানীয় সংসদ সদস্য জাহিদ আহসান রাসেল জেলা প্রশাসক এসএম আলম পুলিশ সুপার হারুনুর রশিদসহ বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ পরিদর্শনে আসেন। দুর্ঘটনার ৪০ জন নিহত ১ জন নিখোঁজ হন। আহত ৩৫ জনের মধ্যে পথচারী

রিক্সাচালকসহ ২ জন নারী মাতবর বাড়ীর একটি ছেলে রয়েছে। জেলা প্রশাসন, পুলিশ, তিতাস গ্যাস, ফায়ার সার্ভিসসহ বেশ কয়েকটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছে এখন পর্যন্ত কোন কমিটিরই তদন্তের সুরাহা হয়নি।

১৩.১০.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির দ্বিতীয় সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের বক্তব্য (৫.১৪ থেকে ৫.২০):

৫.১৪ সৈয়দ আহমদ, মহাপরিচালক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়:

দেশে শিল্প নির্মাণ হয়েছে কিন্তু পরিচালনার কৌশল নেই। কোথায় বয়লার থাকবে, কোথায় জেনারেটর থাকবে তার কোন দিক নির্দেশনা নেই। ২০০৬ সালে বাংলাদেশে ২৫ টি আইনকে একত্রিত করে শ্রম আইন হয়। শ্রম পরিদর্শন শাখাকে ঢেলে সাজানোর জন্য শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে কলকারখানা পরিদর্শকের সংখ্যা ২৫৫ জন এবং ২৬ টি জেলায় পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান আছে। কলকারখানার তুলনায় বাংলাদেশে পরিদর্শকের সংখ্যা অতি নগণ্য। মালিক পক্ষের দায়িত্ব শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। তাদের গঠিত ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি টাম্পাকো দুর্ঘটনার কারণ জানতে পেরেছে। ভবনটি বিল্ডিং কোড অনুসরণ করে নির্মাণ করা হয়নি। গ্যাস লাইনে ছিদ্র হওয়ার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা মালিক পক্ষ গ্রহণ করে নি। বয়লার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা মালিক পক্ষ সঠিকভাবে করেনি। সুপারিশ হিসাবে কারখানা মালিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, নিয়ন্ত্রণ সংস্থার দক্ষ জনবল বৃদ্ধি, শ্রম আইন বাস্তবায়ন এবং জরিমানা বাবদ দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে।

৫.১৫ মীর মশিউর রহমান, এম. ডি., তিতাস গ্যাস টি.এন্ড.ডি কোম্পানি লি:

জ্বালানি গ্যাস সরবারহ করা তিতাস গ্যাস কোম্পানির দায়িত্ব। গ্যাসে সামান্য মিথেন মিশানো হয় যাতে লাইনে ছিদ্র হলে মানুষ বুঝতে পারে। মিটার পয়েন্ট পর্যন্ত তিতাস গ্যাস কোম্পানির দায়িত্ব। বড় বড় কোম্পানির জন্য বুস্টারের পারমিশন দেওয়া হয়। টাম্পাকো কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল না। গ্যাস টেনে নেওয়ার জন্য মিলটির বুস্টার ব্যবহার করার জন্য তাদের পূর্বে জরিমানা করা হয়েছিল। মিলটিকে বুস্টার ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়নি। তারা গোপনে একটা রুমের মধ্যে বুস্টার লুকিয়ে রেখেছিল। বছরে একবার মিটার চেক করা হয়।

৫.১৬ প্রকৌশলী অজিত চন্দ্র দেব, ব্যবস্থাপক, টঙ্গী, তিতাস গ্যাস টি.এন্ড.ডি কোম্পানি লি:

গ্যাসের লাইনে ছিদ্র ছিল না। কেমিক্যাল থেকে বিস্ফোরণ হতে পারে। সকাল ৬.০৫ ঘটিকায় অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়। ৬.৪১ ঘটিকায় ফোনের ভিত্তিতে গ্যাস লাইন বন্ধ করা হয়। চাপ ছিল ২৫ পাউন্ড এবং এই ২৫ পাউন্ডে লাইন বিস্ফোরণ হয় না।

৫.১৭ মোঃ রাহেনুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, গাজীপুর:

মিলটিতে কেমিক্যাল ছড়ানো ছিটানো ছিল এবং মিল থেকে বের হওয়ার একটি মাত্র দরজা ছিল। মিলটির সকল সনদ হালনাগাদ ছিল না। কেমিক্যাল/গ্যাস কোন কারণে আগুনের সংস্পর্শে এসে বিস্ফোরণ হয়।

৫.১৮ মোঃ শফিউর রহমান, আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক (BSCIC), ঢাকা:

ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে ভারি শিল্প করার নীতিমালা ছিল না। বিসিক-এর বরাদ্দকৃত জমির পাশে কেউ ব্যক্তিগত জমি কিনলে বিসিক তা বাধা দিতে পারে না। গ্যাসের জায়গা থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে।

৫.১৯ মোঃ আসলাম হোসেন, সচিব, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন:

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন-এর পক্ষে দুর্ঘটনার বিষয়ে কোন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়নি। পাঁচ বছর আগে বিসিক শিল্প নগরী গাজীপুর সিটি কর্পোরশনের আওতায় ছিল। অনুমোদনবিহীনভাবে মিলটি স্থাপনা নির্মাণ করেছিল। পৌরসভার কোন পরিকল্পনা ছিল না।

৫.২০ আনিছ মাহমুদ, (যুগ্ম সচিব), পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স:

দুর্ঘটনার কারণ নিরূপণের জন্য ফায়ার সার্ভিস এন্ড ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। মিলটিতে অপরিকল্পিতভাবে অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছিল এবং উহাতে ব্যবহৃত কেমিক্যাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হত। গ্যাস লাইনে ছিদ্রের উপস্থিতি তাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। অগ্নিকান্ডের সুনির্দিষ্ট কারণ কমিটি নিরূপণ করতে পারেনি।

৬. কতিপয় ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা পরিদর্শন:

কমিটি ১৯.১১.২০১৬ তারিখে গাজীপুরে আকিজ প্রিন্টিং, রবিন প্রিন্টিং এবং সিনটেক্স ফিনিশিং মিলস পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

৬.১ আকিজ প্রিন্টিং মিল:

আকিজ প্রিন্টিংমিল পরিদর্শনকালে উক্ত মিলে প্রবেশের একটি মাত্র ফটক পরিলক্ষিত হয়। মিলে ইথাইল ও সলভেন্ট কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়। মিলের মধ্যে কেমিক্যাল যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। উক্ত মিলে ২০০৬ সালে একবার আগুন লেগেছিল। মিল কর্তৃপক্ষের দাবি শর্ট সার্কিটের কারণে এটি হয়েছিল। মিলটিতে বয়লার মেশিন আছে। বর্তমানে ফায়ার হ্যান্ডেড বক্স আছে এবং আগুন লাগলে নিজেরাই তা বন্ধ করতে সক্ষম। কোন স্মোক জোন নেই। প্রতি মাসে ফায়ার সেফটি বিষয়ক মিটিং হয় কি-না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। মিলের কর্তৃপক্ষ জানান যে, প্রতি মাসে আগুন নিভানোর জন্য প্রশিক্ষিত বাহিনীর জন্য মহড়ার আয়োজন করা হয়।

৬.২ রবিন প্রিন্টিং মিলের অবস্থা:

এ মিলে কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়। কেমিক্যালের ড্রামগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। যে স্থানে কেমিক্যালের ড্রামগুলি রাখা হয়েছে তার পাশেই মিলের মূল ফটকের অবস্থান। কেমিক্যাল সংরক্ষণের ব্যবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ।

৬.৩ সিনটেক্স ফিনিশিং মিলস:

এ কারখানায় ২৩১ জন শ্রমিক কাজ করেন। কারখানাটিতে বয়লার মেশিন উন্নত মানের হলেও তা পুরনো এবং দুর্বল। এ কারখানাটিতেও কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ETP (Effluent Treatment Plant) এখনও চালু হয়নি। কারখানাটিতে মেশিনগুলি এমনভাবে স্তুপ করে রাখা হয়েছে যে, দুর্ঘটনা ঘটলে শ্রমিকরা নিরাপদে বের হতে পারবেন না।

৭. বিভিন্ন সংস্থার তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

কমিটি নিম্নোক্ত তিনটি সংস্থার তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেছে:

৭.১ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর প্রতিবেদন:

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষের গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, "অধিকাংশ জবানবন্দিদাতাগণ গ্যাস লিকেজের কথা স্বীকার করেছেন এবং লাইন সুপারভাইজার জনাব সুভাষ তা মেরামতে জন্য যাওয়ার সাথে সাথে বিস্ফোরণ ঘটার সত্যতাও বক্তব্যে উঠে আসে। তাই তদন্ত কমিটির ধারনা যে লিকেজের কারণে পুঞ্জিভূত গ্যাসের চাপের কারনে অথবা পুঞ্জিভূত গ্যাসে যে কোন উৎস হতে পাওয়া স্ফুলিঙ্গের কারণে বিস্ফোরণ সংগঠিত হয় এবং ভবনগুলির ভিতরে জমে থাকা মারাত্মক দাহ্য ও উদ্বায়ী কেমিক্যাল সমগ্র ফ্যাক্টরিতে আগুন ও ২য় বিস্ফোরণ ঘটায়।"

প্রতিবেদনে এইরূপ দুর্ঘটনা রোধে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য অনুসরণীয় কিছু সুপারিশ করা হয় (অনুলিপি সংযুক্ত)।

৭.২ জেলা প্রশাসন, গাজীপুরের প্রতিবেদন:

এ বিষয়ে গাজীপুর জেলা প্রশাসনের গঠিত কমিটি দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে অবকাঠামোগত দুর্বলতা, বিসিক কর্তৃপক্ষ, তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগ ও ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স বিভাগের দুর্বলতার বিষয় উল্লেখ করেছে। দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে (অনুলিপি সংযুক্ত)।

৭.৩ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন-এর প্রতিবেদন:

দুর্ঘটনার তদন্তের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনে টাম্পাকো ফয়েলস লি:-কে অগ্নিকান্ডের জন্য দায়ী করে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য কতিপয় সুপারিশ করা হয় (অনুলিপি সংযুক্ত)।

৮. প্রাপ্ত তথ্যাদি (findings):

৮.১। তদন্তে প্রাপ্ত আহত শ্রমিকদের বিবৃতি, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের জবানবন্দী এবং কমিটির সরেজমিন পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয় যে, টাম্পাকো ফয়েলস লিঃ মিলটি কোন বিল্ডিং কোড অনুসরণ না করে অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। মিলটিতে কেমিক্যাল ব্যবহার করা হলেও তা সংরক্ষণের যথাযথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কেমিক্যাল ছড়ানো-ছিটানোভাবে রাখা হত।

৮.২। মিলটি থেকে বাহির হওয়ার একটি মাত্র ফটক ছিল। মিলটিতে অগ্নিনির্বাপণের যথাযথ ব্যবস্থা ছিল না। মিলের গ্যাস লাইনে বেআইনিভাবে বুস্টার ব্যবহার করা হত। আলোচ্য ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ৪০ জন নিহত হন। নিখোঁজ হন ৯ জন এবং আহত হন আরও ৪৪ জন। দুর্ঘটনার কারণে আশেপাশের কয়েক জনের বাড়ি ঘর ও দোকানপাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৮.৩। মিলটির গ্যাস লাইনে ছিদ্র থাকার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের জবানবন্দী থেকে এসেছে। গ্যাস লাইনের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং অননুমোদিতভাবে বুস্টার ব্যবহার রোধে তিতাস গ্যাস ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কারখানা ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে কারখানা কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা রয়েছে। কারখানায় পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা না থাকায়, যত্রতত্র কেমিক্যাল সংরক্ষণ করায় এবং কারখানাটিতে জরুরি বহির্গমনের পথ না থাকায় দুর্ঘটনার পরিণতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এবং এর দায়-দায়িত্ব কারখানার মালিক পক্ষের ওপর বর্তায়।

৮.৪। ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ ১৬.০৩.২০১৬ তারিখে মিলটি পরিদর্শন করে- (ক) মিলের মালামাল স্টাইকিং পদ্ধতিতে সাজিয়ে রাখা; (খ) বয়লার ও সাবস্টেশন আলাদা করতে মালামালের মাঝখানে অত্যন্ত ৩ ফুট জায়গা রাখা; (গ) অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত মহড়া/প্রশিক্ষণ বাড়ানো; (ঘ) সিঁড়িসমূহ সঠিকভাবে গড়ে তোলা; এবং (ঙ) ফায়ার এক্সটিনগুইশারগুলি রিফিলিং করে রাখার সুপারিশ করছে। মালিক পক্ষ উক্ত সুপারিশগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করে নি।

৮.৫। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সাম্প্রতিককালে মিলটি যথাযথভাবে পরিদর্শন করে নি। এক্ষেত্রে এই অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা(দের) দায়িত্বে অবহেলা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৮.৬। তদন্তকালে আশেপাশের আরও কয়েকটি কারখানা যেমন, আকিজ প্রিন্টিং মিল, রবিন প্রিন্টিং মিল, সিনটেক্স ফিনিশিং মিল পরিদর্শনকালে তাতেও কেমিক্যাল অপরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণের বিষয় পরিলক্ষিত হয়। এই মিলগুলি ঝুঁকিপূর্ণ মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৯. সুপারিশসমূহ:

শ্রমিক-সংশ্লিষ্ট:

৯.১। সকলক্ষেত্রে শ্রম আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। দুর্ঘটনায় আহত/নিহতদের পরিবারের জন্য মালিকদের প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করা যেতে পারে।

৯.২। কারখানায় দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা গেলে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি কমে আসতে পারে। তাই এরূপ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

কলকারখানার মালিক-সংশ্লিষ্ট:

৯.৩। প্রত্যেক শিল্প কারখানায় কার্যকর নিরাপত্তা কমিটি গঠন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট সবার অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম (total participatory approach) নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৯.৪। কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় এমন কারখানাগুলিতে ঝুঁকি এড়ানোর জন্য 'সেফটি হ্যান্ডলিং' , 'সেফটি স্টোরেজ' ও 'সেফটি ট্রান্সপোর্ট' নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে বলা যেতে পারে।

৯.৫। ম্যাটেরিয়াল সেফটি ডাটা শিট (MSDS) অনুযায়ী প্রত্যেকটি রাসায়নিক পদার্থের সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, পরিচালনা এবং পরিবহন নিশ্চিত করতে হবে।

৯.৬। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে মানসম্পন্ন পরিচলনা কার্যপদ্ধতি (standard operating procedure) থাকতে হবে।

সরকারি সংস্থা-সংশ্লিষ্ট:

৯.৭। প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল ও কার্যপরিধি বৃদ্ধি এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট-এর পদসহ উপযুক্ত সংখ্যক পদ সৃষ্টির জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে বলা যেতে পারে।

৯.৮। ভবন নির্মাণ অনুমোদন ও পরিবীক্ষণের জন্য জেলা/উপজেলা পর্যায়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে দেওয়া প্রয়োজন। (টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেড-এর ভবন নির্মাণ তদারকির কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পাওয়া যায়নি।)

৯.০৯। ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা সনাক্ত করে ঝুঁকি এড়ানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বিশেজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি উঁচু পর্যায়ের টাস্ক-ফোর্স গঠন করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে বলা যেতে পারে।

৯.১০। শিল্প কারখানার দুর্ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন সকলের জ্ঞাতার্থে উন্মুক্ত করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করা যেতে পারে।

৯.১১। বিল্ডিং কোড না মেনে ভবন নির্মাণ, কারখানায় কেমিক্যাল ব্যবহারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা এবং গ্যাস লাইনে বেআইনিভাবে বুস্টার ব্যবহারের অপরাধে টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেড-এর মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে বলা যেতে পারে।

৯.১২। সংশ্লিষ্ট সময়ে টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেড পরিদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে বলা যেতে পারে।

৯.১৩। গ্যাস লাইনের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং টাম্পাকে ফয়েলস লি: কর্তৃক অননুমোদিত বুস্টার ব্যবহার রোধে ব্যর্থতার কারণে তিতাস গ্যাস-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে বলা যেতে পারে।

৯.১৪। উপর্যুক্ত সুপারিশ অনুযায়ী যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-কে কমিশনে একটি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য পরামর্শ প্রদান করা যেতে পারে।

মোঃ শরীফ উদ্দীন,
(পরিচালক, অভিযোগ ও তদন্ত, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন) সদস্য সচিব

অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল আজিজ
(ডিন, বিভাগ অনুষদ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) সদস্য

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ
(নির্বাহী পরিচালক,
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডি) সদস্য

ড. ফখরুল আমিন
(অধ্যাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট) সদস্য

এনামুল হক চৌধুরী
(সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন) সদস্য

অধ্যাপক আখতার হোসেন
(সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন) সদস্য

বেগম নূরুন নাহার ওসমানী
(সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন) সদস্য

মোঃ নজরুল ইসলাম
(সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন) আহ্বায়ক